বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.ccb.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অধ্যায়	
১।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	
২।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	
৩।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৪।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য	
৫।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ	
৬।	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দন্ড, রিভিউ ও আপিল	
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
৭।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	
৮।	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	
৯।	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
	তৃতীয় অধ্যায়	
১০।	কমিশনের সভা	
১১।	কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য	
১২।	কমিশনের কার্যালয় স্থাপন	
১৩।	কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী	
১৪।	বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন	
১৫।	অভিজ্ঞতা বিনিময়	
১৬।	আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কমিশন	
১৭।	কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো	
১৮।	কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী	
	চতুর্থ অধ্যায়	
১৯।	প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব	
২০।	চ্যালেঞ্জসমূহ	
২১।	করণীয়	
	পরিশিষ্ট	
২১।	পরিশিষ্ট-১: কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি	
২২।	পরিশিষ্ট-২: ছবি	

মুখবন্ধ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার ২১ জুন, ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করেছে।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। আইন মোতাবেক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহ নির্মূল, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিতকরণ ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলন নির্মূল, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করাই হচ্ছে কমিশনের কাজ। সরকার কর্তৃক ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে চেয়ারপার্সন এবং আগস্ট মাসেদুই জন সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। আইনবলে সৃষ্ট কমিশনের সচিব পদে সরকার একজন কর্মকর্তা পদায়ন করে। পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সাত জন কর্মকর্তাকে কমিশনে সংযুক্তি প্রদান করা হয়।

নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকায় কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর একটি কক্ষে কমিশনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রথম সভা ২৭-১০-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ৭৩ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকারের অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধি ও প্রবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৪৫ ধারা মোতাবেক আইনটির ইংরেজী ভার্সন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইনের ধারণা তুলানমূলকভাবে বাংলাদেশে একেবারেই নতুন। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কমিশনের জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং এ্যাডভোকেসিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমান জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং বাজেট স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত কার্যক্রম কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কর্মকর্তাদের কয়েকটি বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শনপূর্বক প্রাথমিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত এবং প্রতিযোগিতা আইন ও অর্থনীতির উপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে এবং কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ চলমান।

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল এবং গতিময়। প্রতিযোগিতা আইনের অনুপস্থিতিতে বাজারে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী, সিন্ডিকেট এবং প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ও পরিবেশন নিয়ন্ত্রণ করে মূল্য বৃদ্ধি, পণ্যের কৃত্রিম সংকট, জোটবদ্ধতা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কাজ করে আসছে।

নতুন নতুন ব্যবসা, আবিষ্কার, টেকনোলজির ব্যবহার, ই-কমার্স এবং নানাবিধ কারণে বাজারের গতি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সকল কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধ পরিকর।

বিবেচ্য বছরটিকে কমিশনের ভিত্তি গঠনের বছর ধরে আগামীতে আইন বাস্তবায়নের কার্যক্রম দৃশ্যমান করাই হবে কমিশনের মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে কমিশনকে একটি Knowledge-based, দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাসহ কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাদারিত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আশা করা যায়, আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

(মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রস্তাবনা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ধারা ৩৯ মোতাবেক অর্থ বছরের সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থ বছরেসম্পাদিত কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনমহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নিকট পেশকরতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে, যা মহামান্য রাষ্ট্রপতি পরবর্তিতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেককমিশনের প্রথম (২০১৬-১৭ অর্থ বছর) বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম অধ্যায়

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিতে বাজারের নিয়ামক শক্তি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ভোগ্যপণ্য ও সেবা পণ্যের মূল্য তারাই নির্ধারন করেন। ফলে বাজারে অসম বিপনন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, যা ভোক্তা স্বার্থ পরিপন্থী। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বিপনন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু বাজার ব্যবস্থায় চাহিদা ও সরবরাহের শিকল সবসময়ে সমান্তরাল হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে কতিপয় ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, যা মোটেই কাম্য নয়।

বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। এ একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে “Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)” প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়না।

বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকান্ড বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রনয়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়।

ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য, আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয়। দেশজ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ একটি মাইলফলক।

প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূলভিত্তিমূলতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদসমূহতে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষমবন্টন, শোষণ মুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সম্পদের বিলি ব্যবস্থায় আইনগত বাধা নিষেধ আরোপণ সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে- মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

অন্যদিকে ১৯ (২) এ বলা হয়েছে- মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আবার ৪২ (১) এ বলা হয়েছে- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ- সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে।

সংবিধানের এ সকল নির্দেশনাই প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১। Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিতকরণপূর্বক এই আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে;

২। এই আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোন বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তাঁর অতিরিক্ত বলে গন্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী আপাতত: বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

৩। এই আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গন্য হবে;

৪। নিম্নবর্নিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যও সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যথাঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
(খ) কোন দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;
(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;
(ঘ) কোন অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;
(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করবার জন্য নোটিশ জারী করা;
(চ) এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৫। চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দন্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে;

৬। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জনসেবক (Public Servant) বলে গন্য হবে;

৭। এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের ফলে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবেনা;

৮। এই আইনেরঅধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন;

৯। তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

১০। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এই আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

১১। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে।

প্রতিযোগিতা আইনের উল্লেখ যোগ্য ধারাসমূহ

২০১২ সালে প্রণীত প্রতিযোগিতা আইন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আইন। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি নবদিকের সূচনা করেছে। কোম্পানী আইন, চুক্তিআইন, পন্যক্রয়-বিক্রয়আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বাংলাদেশে বিদ্যমাণ থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থার সৃষ্টি রোধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এ মোট ৪৬টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ধারা-১: আইনের শিরোনাম প্রর্বতন;

ধারা-২: সংজ্ঞা;

ধারা-৫-৭: কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও গঠন: প্রতিযোগিতা আইনটিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনগঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

ধারা-৮: কমিশনের কার্যাবলীঃ এ ধারায় কমিশনের কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-১১: কমিশনের সভাঃ প্রতি ৪ মাসে কমপক্ষে একটি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা-১৫: এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়।

ধারা-১৬:কর্তৃত্বময় অবস্থান (Dominant Position) অপব্যবহার এর সংজ্ঞা প্রদানসহ উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-১৭-১৯: অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সর্ম্পকে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা-২০: প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও পরিমাণ সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

ধারা-২১: প্রতিযোগিতার উপর বিরুপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা-২৪: কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা কমিশনকে দেয়া হয়েছে।

ধারা-২৯-৩০: কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশপ্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে কমিশনের আদেশ পূনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপিল করার বিধান এ ধারায় বিধৃত করা হয়েছে।

ধারা-৩১: কমিশনের তহবিল গঠন সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

ধারা-৩৩: কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী।

ধারা-৩৭: সরকার কর্তৃক কমিশনকে নিদের্শ প্রদানের ক্ষমতা।

ধারা-৩৯: প্রতি অর্থ বছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থ বছরের কার্যাবলী সর্ম্পকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা-৪০: কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারী জনসেবক বলে গন্য হবে।

ধারা-৪৩: সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিপ্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৪: আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৪৬: এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিতকরণপূর্বক এই আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দন্ড, রিভিউ ও আপিল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির। তবে এতে দু-একটি ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

১। বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থি অনুশীলনগুলি যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবেঃ

(ক) কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিগত ০৩(তিন) অর্থ বৎসরের গড় টার্নওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোন পরিমাণ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোন কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ০৩(তিন) গুণ অথবা বিগত ০৩(তিন) অর্থবৎসরের গড় টার্নওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এইরূপ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা যাবে।

২। যদি কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোন শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত লংঘন করে তাহলে তা এই আইনের অধীন একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ০১(এক) বৎসর কারাদন্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে;

৩। চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করলে তা এই আইনের অধীন একটি দন্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ০৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে;

৪। কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ফি প্রদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করতে পারবে এবং একই শর্তে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবে;

৫। আপিলের ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ২৫% অর্থ জমাদানপূর্বক সরকারের নিকট আপিল করা যাবেএবং জরিমানাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কমিশনের নিকট জমাদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে;

৬। রিভিউ বা আপীলের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারনে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

৭। পুনর্বিবেচনা বা আপীলের ক্ষেত্রে কোন শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোন আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

৮। পুনর্বিবেচনা বা আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;

৯। পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। উক্ত ধারা মোতাবেক কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং ইহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ধারাটি নিম্নরূপ:

ধারা-৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।
ধারা-৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর'২০১২ মাসে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। অর্থনীতি, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বৎসরের জন্য নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃককমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপঃ

ধারা-৭। (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যেকোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া

বিবেচিত হইবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি কে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন এবং দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটিমাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকিবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যেকোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রীম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব পদত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালাইয়া যাইবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্বপালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার, ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবেন।

ইতোমধ্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে সরকারের সাবেক সচিব জনাব মো: ইকবাল খান চৌধুরীকে গত ১৯ এপ্রিল, ২০১৬ এবং কমিশনের সদস্য হিসেবে সরকারের সাবেক সচিব জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আবুল হোসেন মিঞাকে গত ২৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১। বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

৩। প্রতিযোগিতা আইনে উল্লেখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

৪। জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা না মঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

৫। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করা।

৭। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

৯। সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

১০। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১১। এই ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

১২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা; এবং

১৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

১৪। কমিশন স্ব-প্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের সভা

সরকার প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠার পর ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে চেয়ারপার্সন ও ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে ০২(দুই) জন সদস্য নিয়োগ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সাধারণ সভাসহ কমিশনের ০৪(চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাসমূহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয় স্থাপন, সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া, কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগবিধিমালার খসড়া, তহবিল বিধিমালার খসড়া এবং কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট এবং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ বৎসরের প্রক্ষেপণ বাজেট অনুমোদনসহ অর্থবছরের বাকি সময়ের জন্য প্রণিত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়।

কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

রূপকল্পঃ

"প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।"

উদ্দেশ্যঃ

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

কমিশনের কার্যালয় স্থাপন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হবে এবং প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একটি কক্ষে কমিশনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোন অফিস স্পেস না পাওয়ায় কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাড়ি ভাড়া করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি ও সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকার ভাড়া বাড়িতে কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত কার্যালয়ে কমিশনের কার্যক্রম চলমান।

কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী

২০১৬ সালে কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে কমিশন সরকার কর্তৃক পদায়নকৃত ১ জন সচিব (যুগ্ম সচিব) ব্যতীত দাপ্তরিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য আর কোন কর্মকর্তা ছিল না। কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৬ এর মধ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের আরও ২ জন কর্মকর্তা সংযুক্তিতে পদায়ন করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট হতে কমিশন কয়েকজন সহায়ক কর্মচারী দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আরও ৪ জন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে সচিবসহ মোট ৮ জন কর্মকর্তা সংযুক্তিতে কাজ করছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ২ জন সদস্য ব্যতীত কমিশনের বর্তমান জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

ক্র. নং	পদবী	সংখ্যা
০১।	সচিব (যুগ্ম সচিব)	০১
০২।	যুগ্ম সচিব (সংযুক্ত)	০১
০৩।	উপসচিব (সংযুক্ত)	০৫
০৪।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	০১

বিধিওপ্রবিধিপ্রণয়ন

প্রতিযোগিতা আইন একটি দেওয়ানি প্রকৃতির আইন। আইনটি বাস্তবায়নে বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন আবশ্যক।আইনে নিম্নোক্ত বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়ণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াপ্রয়োজনে এক বা একাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা যাবে।

১। চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগ বিধিমালা;
২। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা;
৩। অভিযোগের তদন্ত ও শুনানী প্রবিধানমালা;
৪। কমিশন সভা ও কার্যক্রম বিধিমালা;
৫।জোটবদ্ধতা (Combination) সংক্রান্ত প্রবিধানমালা;
৬। ফি, চার্জ প্রভৃতি নির্ধারণ প্রবিধানমালা;
৭। কমিশন তহবিল প্রবিধানমালা, ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতাআইন, ২০১২এর৪৩ ধারা মোতাবেক এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করবেনএবং৪৪ধারা মোতাবেক সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কমিশন প্রবিধানমালা তৈরি করবেন।কমিশনইতোমধ্যেবিধি-প্রবিধিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেকয়েকটি বিধি-প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করেছে। নিয়োগবিধিমালা ও তহবিল প্রবিধানমালা ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করে কমিশন সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। এছাড়া কমিশনের তদন্ত ও অনুসন্ধান প্রবিধানমালা, কমিশনের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রবিধানমালা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এর খসড়া প্রনয়ণ কাজ চলমান রয়েছে।

অভিজ্ঞতা বিনিময়

প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়বস্তু ও ধারণা বাংলাদেশে নতুন ধরণের বিধায় কমিশনে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞ জনবলের অভাব থাকায় কমিশন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতা আইন নিয়ে কাজ করে এধরণের প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিদের নিকট হতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা আইনে দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়, স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে কমিশন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করছে। প্রতিযোগিতা আইন এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপসমূহে সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে কমিশন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করছে। এরই অংশ হিসেবে কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১। OECD Global Forum on Competition (GFC) সম্মেলনঃ

OECD Global Forum on Competition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ১-২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৫ তম সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে নিম্নোক্ত ৪টি মূল বিষয়ের উপর আলোচনাহয়-

- Promoting Competition, Protecting Human Rights

- The Role of Market Studies as an Efficient Tool to Promote Competition
- Independence of Competition Authorities- From Designs to Practices
- Sanctions in Antitrust Cases

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো, পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি, আইন বাস্তবায়ন, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছিল। অর্জনকৃত অভিজ্ঞতা চেয়ারপার্সন কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিনিময় করেন।

OECD-GFC সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারপার্সনের (বাম থেকে ২য়) সঙ্গে ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ২ জন কর্মকর্তা

২। Korean Fair Trade Commission এ প্রশিক্ষণঃকোরিয়ান ফেয়ার ট্রেড কমিশন (KFTC) কর্তৃক আয়োজিত Competition Policy and Growth of Market Economy বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বিগত ৩-১০-২০১৬ হতে ১৫-১০-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে বাংলাদেশ হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সিনিয়র সহকারি সচিব জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ শেষে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। যেখানে কর্মকর্তাদ্বয় কোরিয়ান ফেয়ার ট্রেড কমিশন আইন, পলিসি, বিধিমালা, উপ-বিধিমালা এবং কমিশন কর্তৃক তদন্ত, অনুসন্ধান এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

KFTC প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তা
জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (সামনে)

৩। ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শনপূর্বক অভিজ্ঞতা অর্জনঃ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের ধারণা ও কার্যাবলী গতানুগতিক অন্যান্য কমিশনের চেয়ে আলাদা ধরণের হওয়ায় কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন সকল কার্যাবলী ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রতিযোগিতা কমিশন অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশীয়কয়েকটি ভিন্ন ধরণের কমিশন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করে। বিভিন্ন পর্যালোচনান্তে ভারতের ব্যবসায়িক কার্যাবলী, জনগণের জীবন-ধারণ, চিন্তা-চেতনা ও কৃষ্টি-কালচার প্রায় একই ধরণের হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শনপূর্বক অভিজ্ঞতা অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সনের (ডানে) সঙ্গে
আলোচনায় কমিশনেরচেয়ারপার্সন

কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ০৬-০২-২০১৭ থেকে ০৯-০২-২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত চেয়ারপার্সনের নের্তৃত্বে ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতে প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন প্রতিনিধিদল পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিষয়ক কর্মকর্তাদেরউপস্থাপনা ও পরিদর্শন করেঅভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিধি প্রবিধি, কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান এবং তদন্ত, অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সম্যক ধারণা অর্জন করেন। এছাড়াও ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের বিভিন্ন উইং এর কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে
কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কর্মকর্তাদ্বয়

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন শেষে একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রতিবেদনে ভারত-বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা আইনের তুলনামূলক চিত্র, আইন বাস্তবায়নে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহ, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এ সকল বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

চেয়ারপার্সন কর্তৃক
ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে ক্রেস্ট প্রদান

৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধঃস্তন সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গেঅবহিতকরণ কর্মশালাঃ

কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ২০/০৬/২০১৭ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রানালয়ের সম্মেলনকক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়ের সচিব জনাব শুভাশীষ বসু। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. এনামুল হক এবং প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন কমিশনে কর্মরত উপসচিব জনাব খালেদ আবু নাছের। এ অবহিতকরণ কর্মশালার বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ হয়।

কর্মশালার প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি

আন্তর্জাতিকসংস্থাওকমিশন

কমিশন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যে সকল প্রতিষ্ঠান Competition Policy নিয়ে কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছে। OECD Global Forum on Competition (GFC), UNCTAD, ICN, CUTS International সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশনের কার্যাবলি ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতপূর্বক সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া অনুযায়ী কমিশনের জনবলের রূপরেখা নিম্নরূপঃ

জনবল

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণী				মোট পদের সংখ্যা
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
১।	চেয়ারপার্সন	১				১
২।	সদস্য	৪				৪
৩।	সচিব	১				১
৪।	পরিচালক	৫				৫
৫।	যুগ্ম পরিচালক	৬				৬
৬।	সিস্টেম এ্যানালিস্ট	১				১
৭।	উপ-পরিচালক	১২				১২
৮।	প্রোগ্রামার	১				১
৯।	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১
১০।	সহকারি পরিচালক	১৭				১৭

১১।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮				৮
১২।	সহকারি প্রোগ্রামার	১				১
১৩।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১				১
১৪।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা		১			১
১৫।	লাইব্রেরীয়ান		১			১
১৬।	পরীক্ষক		২			২
১৭।	ব্যক্তিগত সহকারি			১১		১১
১৮।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৬		৬
১৯।	স্টোর কিপার			১		১
২০।	হিসাব রক্ষক			১		১
২১।	ক্যাশিয়ার			১		১
২২।	সহকারি হিসাব রক্ষক			১		১
২৩।	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৩২		৩২
২৪।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর			২		২
	ক্যাটালগার			১		১
	গাড়ী চালক			১৭		১৭
	অভ্যর্থনাকারী			২		২
	ফটোকপি অপারেটর			২		২
	ক্যামেরাম্যান			১		১
	ডেসপাচ রাইডার				২	২
	অফিস সহায়ক				৩২	৩২
	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২
	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২
	মোটঃ	৫৯	০৪	৭৮	৩৮	১৭৯

কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী ২০১৬-১৭

কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সরকার হতে তিন কোটি বার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার (৩,১২,৯৫,০০০/-) টাকা বাজেট হিসেবে বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক	আইটেম	প্রাপ্ত বরাদ্দ	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১।	অফিসারদের বেতন	২৯,৮৩,০০০/-	২৫,৯৮,২৪৭/-	৩,৮৪,৭৫৩/-
২।	কর্মচারীদের বেতন	২,৯০,০০০/-	২,৮৭,৪৫০/-	২,৫৫০/-
৩।	ভাতাদি	২২,৯৭,০০০/-	২১,৯৫,৬৪৩/-	১,০১,৩৫৭/-
৪।	সরবরাহ ও সেবা	৮৯,৮৪,০০০/-	৮১,২৭,৪২৮/-	৮,৫৬,৫৭২/-
৫।	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	১০,০০০/-	০.০০	১০,০০০/-
৬।	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	১,৬৭,৩১,০০০/-	১,৬৭,২৮,৩৯৯/-	২,৬০১/-
	সর্বামোটঃ	৩,১২,৯৫,০০০/-	২,৯৯,৩৭,১৬৭/-	১৩,৫৭,৮৩৩/-

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও মূল্য নির্ধারণ, সিন্ডিকেট, ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা কোন আইনের আওতাভূক্ত ছিল না। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ সকল বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলে অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেঃ

১। অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing): বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ফলে ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

২। বাজারের ভৌগলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণঃ ব্যবসায়িক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে ইচ্ছামত পণ্য সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য ভৌগলিক (এলাকা ভিত্তিক) বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইন এ ধরণের এলাকা ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে।

৩। উদ্যোক্তা বৃদ্ধিঃ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

৪। প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডের শাস্তিঃ প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা বিরোধি কর্মকান্ড করলে শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

৫। বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর প্রায় ১৩০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিরা তাদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে।

৬। দারিদ্র নিরসনের উপর প্রভাবঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৭। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাঃ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হবে। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকবে।

এছাড়াও বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমাণ থাকলে উৎপাদিত পণ্যে নতুনত্ব ও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছেঃ

১. জনবল নিয়োগঃ কমিশনের নিজস্ব জনবল দ্রুত নিয়োগ করা জরুরী। আইন, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসনে যোগ্যতা সম্পন্নদের নিয়োগ প্রদানপূর্বক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও যথোপযুক্ত দক্ষ জনবল প্রেষণে পাওয়া প্রয়োজন।

২. বিধি-বিধান প্রণয়নঃ আইনটি বাস্তবায়নে কিছু বিধি প্রবিধানের প্রয়োজন। এই বিধি বিধানগুলো প্রণয়ন বর্তমান কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কমিশন নব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর জনবলের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নাই। এক্ষেত্রে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অপরিহার্য।

৪. এডভোকেসিঃ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের নিকট তুলে ধরা, প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে অংশীজনদের (Stackholders) অবহিতকরনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক এডভোকেসি কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, লিফলেট, টক-শো, ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে।

৫. তথ্যভান্ডারঃ প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট Data প্রয়োজন। অনুসন্ধান, তদন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ সকল উদ্দেশ্যে একটি সমৃদ্ধ সফটওয়্যারভিত্তিক তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

৬. আর্থিক সীমাবদ্ধতাঃ নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়নে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, ICT, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজন।

করণীয়

নবসৃষ্ট প্রতিযোগিতা কমিশনকে কার্যকর করতে নিম্নে কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হলঃ

১। জনবল নিয়োগঃ

কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগবিধি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদনের পর পরই জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ কমিশনকে গ্রহণ করতে হবে।

২। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ

(i) প্রশিক্ষণঃ কমিশনের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ এই কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক;

(ii) অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ অভিজ্ঞতা বিনিময়, দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় হতে অর্জিত জ্ঞান প্রতিযোগিতা কমিশন এর মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ও ভ্রমণ বিনিময় করা যেতে পারে;

(iii) সর্বোত্তম অনুশীলনঃ বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে নিজস্ব পরিমন্ডলে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩। এ্যাডভোকেসিঃ

কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করনীয় বিষয় সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে stakeholder গণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুত এবং সহজতর পন্থায় সাধারণের নিকট আইনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিতকরণ। সেই লক্ষ্যে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সেমিনার, মতবিনিময় ইত্যাদি পন্থা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. ডিজিটাল সুবিধা সম্পন্ন তথ্যভান্ডার স্থাপনঃ

প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নে বাজার অর্থনীতির উপরে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এজন্য একটি আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার স্থাপন (লাইব্রেরী এবং একটি সফটওয়্যারভিত্তিক তথ্যভান্ডার) করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৫। অর্থের সংস্থানঃ কমিশনের কার্যক্রম তথা আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থের সংস্থান দরকার। এজন্য রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি (Timeline)

২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইনের গেজেট প্রকাশের পর থেকে এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বিষয়বস্তু
১.	১৭ জুন, ২০১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস।
২.	২১ জুন, ২০১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর গেজেট প্রকাশ।
৩.	১৭ ডিসেম্বর, ২০১২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ।
৪.	২০১৩	কমিশনের সচিব নিয়োগ।
৫.	০৬ মে, ২০১৫	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগবিধিমালা, ২০১৫ এর গেজেট প্রকাশ।
৬.	১৯ এপ্রিল, ২০১৬	চেয়ারপার্সন নিয়োগ।
৭.	১৬ মে, ২০১৬	কমিশনের প্রথম বাজেট প্রাপ্তি (১১,৬২,০০০/- টাকা) ২০১৫-১৬ অর্থ বছর।
৮.	২৮ জুলাই, ২০১৬	দুজন সদস্য নিয়োগ।
৯.	২৭ অক্টোবর, ২০১৬	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শুরু (প্রথম কমিশন সভা)।
১০.	৩ জানুয়ারি, ২০১৭	কমিশনের ওয়েব সাইট www.ccb.gov.bd এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু।
১১.	১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কারওয়ান বাজার হতে ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকায় কমিশনের অফিস স্থানান্তর।
১২.	২ মার্চ, ২০১৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনের অনুকূলে শর্ত সাপেক্ষে ৭৬টি পদ সৃজন, ৮টি যানবাহন ও কতিপয় অফিস সরঞ্জামাদি কমিশনের টিওএন্ডইতে অন্তর্ভূক্তকরণে সম্মতি জ্ঞাপন।
১৩.	৮ মার্চ, ২০১৭	প্রতিযোগিতা আইনের ইংরেজী অনুবাদ গেজেট আকারে প্রকাশ।
১৪.	২০ জুন, ২০১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা আইন ও কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত কর্মশালার আয়োজন। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি।

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের
চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব

মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী
চেয়ারপার্সন

এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরীএনডিসি
সদস্য

মোঃ আবুল হোসেন মিঞা
সদস্য

রশিদ আহমদ
সচিব (যুগ্ম সচিব)

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত
কর্মকর্তাগণ

মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা
যুগ্ম সচিব

মোঃ খালেদ আবু নাছের
উপসচিব

শেখ হাফিজুল ইসলাম
উপসচিব

মোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব

নাসির উদ্দিন আহম্মেদ
উপসচিব

আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারি সচিব)